আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

টাইমস অব ইন্ডিয়া খবর প্রকাশ করে। ভারতে পবিত্র কোরআনের ২৬টি আয়াত বাতিলের আবেদন জানিয়ে দেশটির সুপ্রিমকোর্টে একটি রিট দায়ের করেছেন উত্তর প্রদেশের শিয়া কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভী। ২৬টি আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনফাল ৮:১২

স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ।" যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদের হৃদয় ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাহাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাহাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে। (সূরা আনফাল ৮:১২)

২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মায়িদা ৫:৩৩

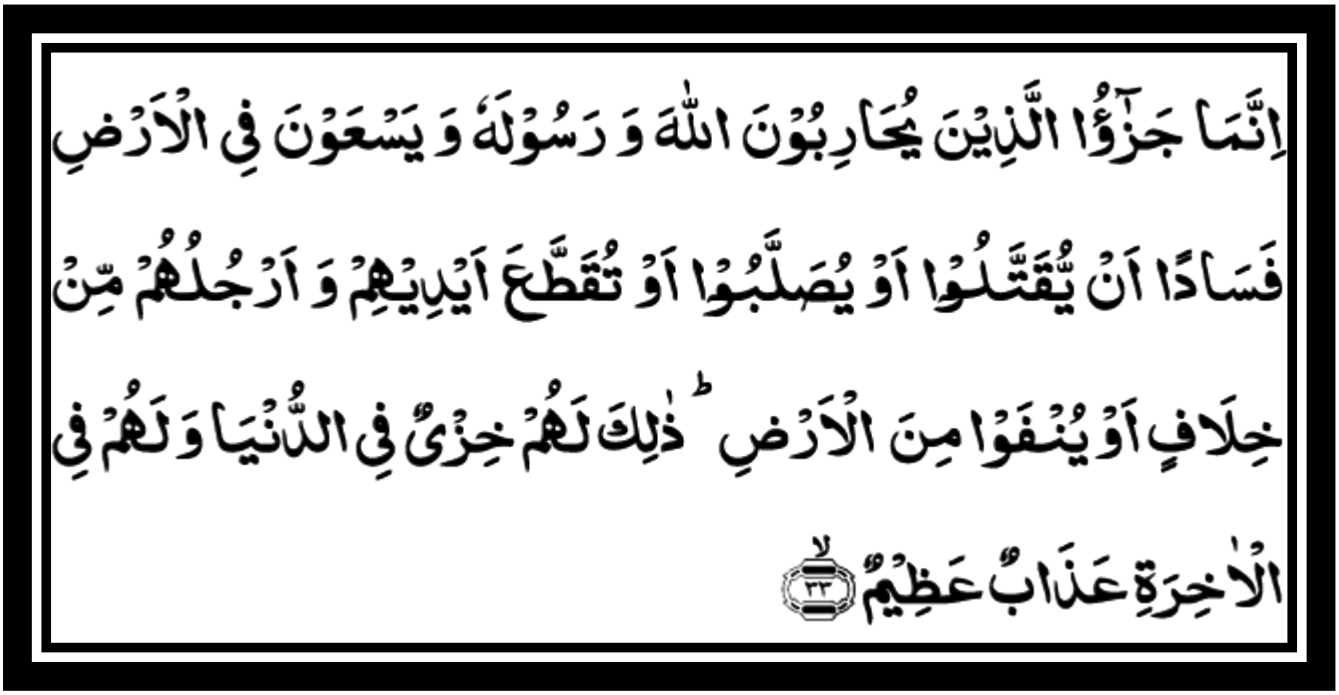
إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ
فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۳۳﴾

যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদেরকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদেরকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্যে মহাশাস্তি রহিয়াছে; (সূরা মায়িদা ৫:৩৩)

৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:৫

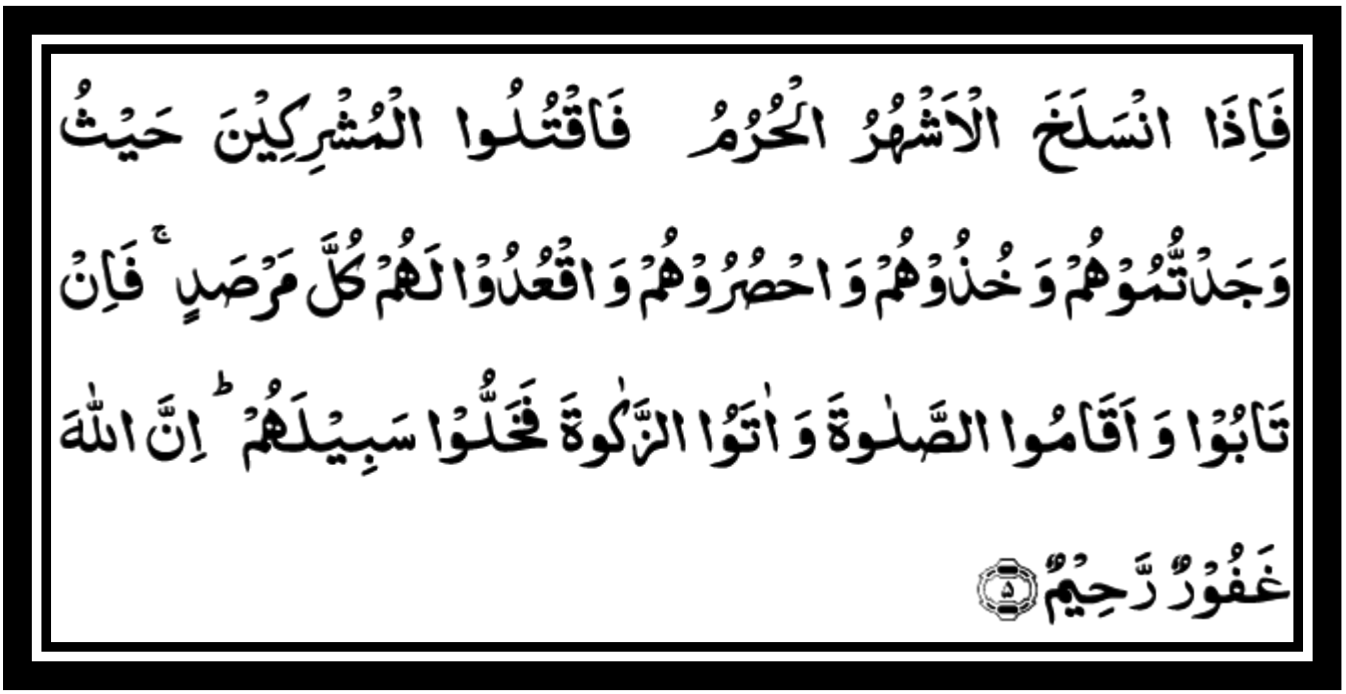
فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ
تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵﴾

অতঃপর নিষিধ মাসমূহ অতিবাহিত হইলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাইবে হত্তা করিবে, তাহাদেরকে বন্দি করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আত-তাওবা ৯:৫)

৪. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:২৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ
ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ
ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

হে মু'মিনগন ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহার নিজ করুনায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত-তাওবা ৯:২৮)

৫. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নিসা ৪:১০১

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ
ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ
كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

তোমরা যখন দেশ-বিদেশ সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করিবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা আন-নিসা ৪:১০১)

৬. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:১২৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَ
لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

হে মু'মিনগন ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং উহারা যে তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়ে রাখা, আল্লাহ তো মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আত-তাওবা ৯:১২৩)

৭. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নিসা ৪:৫৬

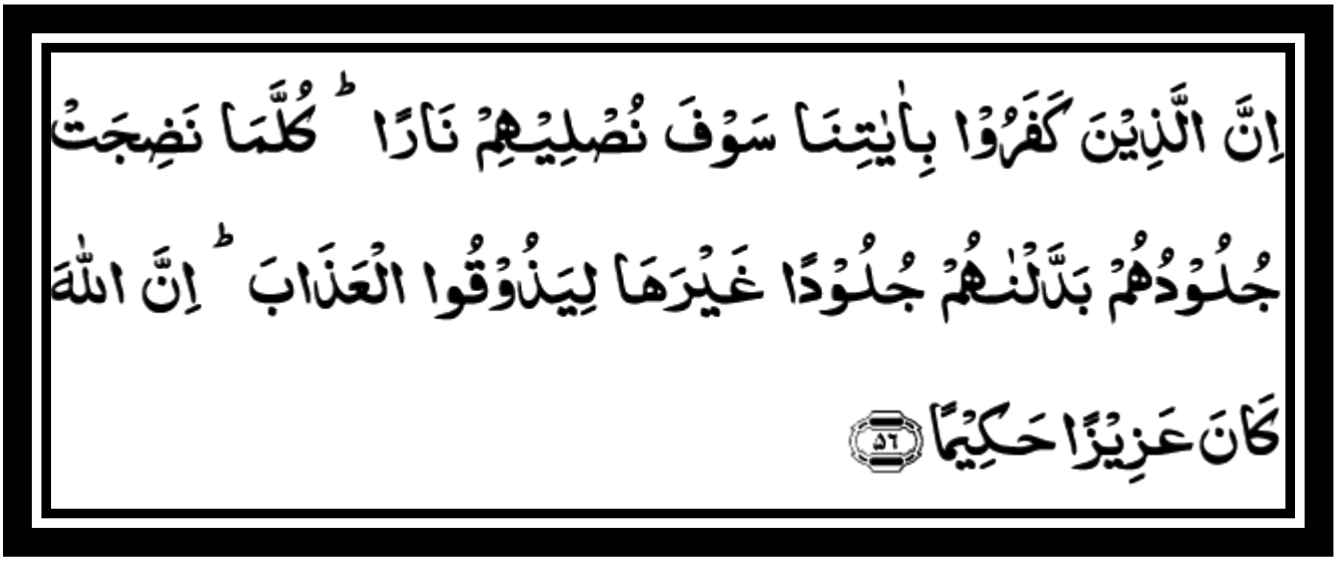
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখান করে তাহাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
(সূরা আন-নিসা ৪:৫৬)

৮. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:২৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

হে মু'মিনগন ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহন করে, তাহারাই জালিম। (সূরা আত-তাওবা ৯:২৩)

৯. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:৩৭

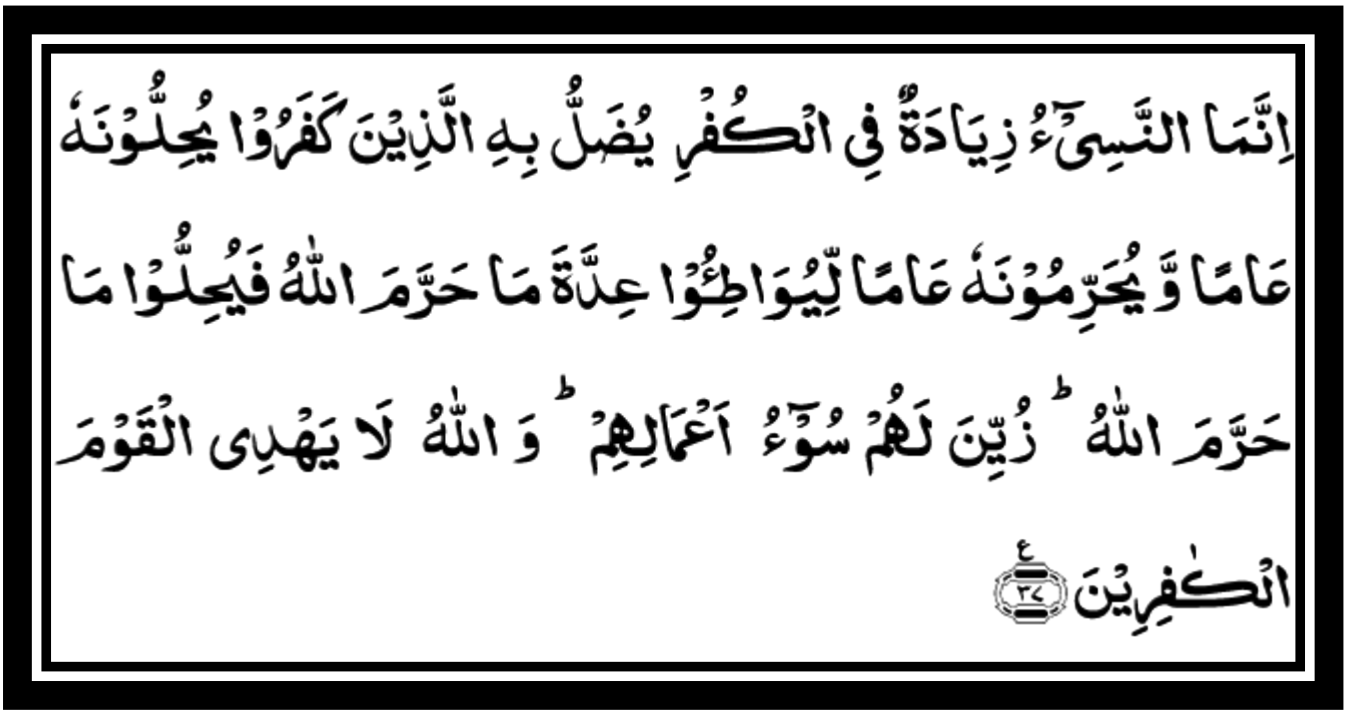
اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ
عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا
حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফরি বৃদ্ধি করা, যাহা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা উহাকে কোনো বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা আল্লাহ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির গণনা পূরণ করিতে পারে; অনন্তর আল্লাহ যাহা হারম করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা আত-তাওবা ৯:৩৭)

১০. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মায়িদা ৫:৫৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ
لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ
اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

হে মু'মিনগন ! তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা মায়িদা ৫:৫৭)

১১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আহযাব ৩৩:৬১

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾

অভিশপ্ত হইয়া; উহাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা হইবে।
(সূরা আহযাব ৩৩:৬১)

১২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯৮

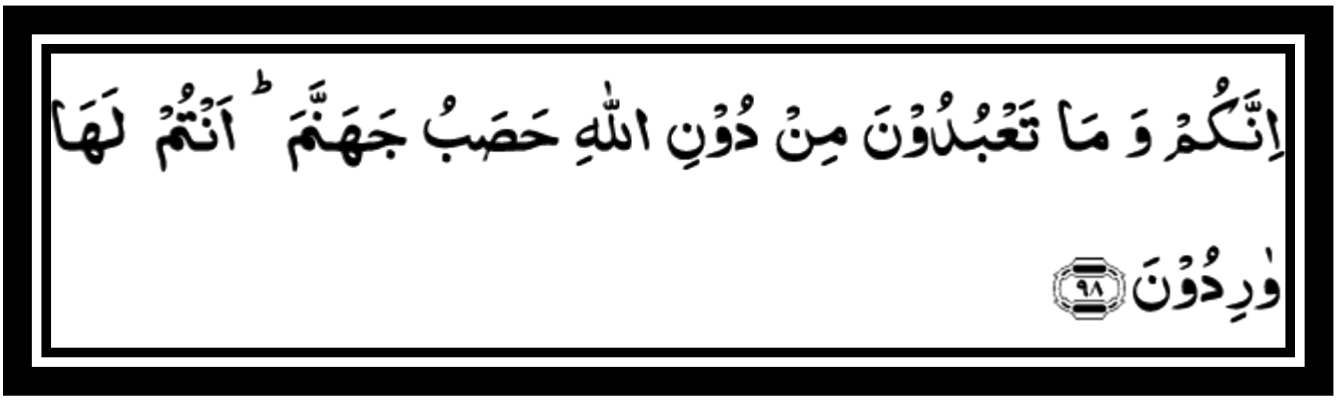
اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا
وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদাত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৯৮)

১৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস-সাজদা ৩২:২২

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ
الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۲﴾

যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি অবসসই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়া থাকি। (সূরা আস-সাজদা ৩২:২২)

১৪. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২০

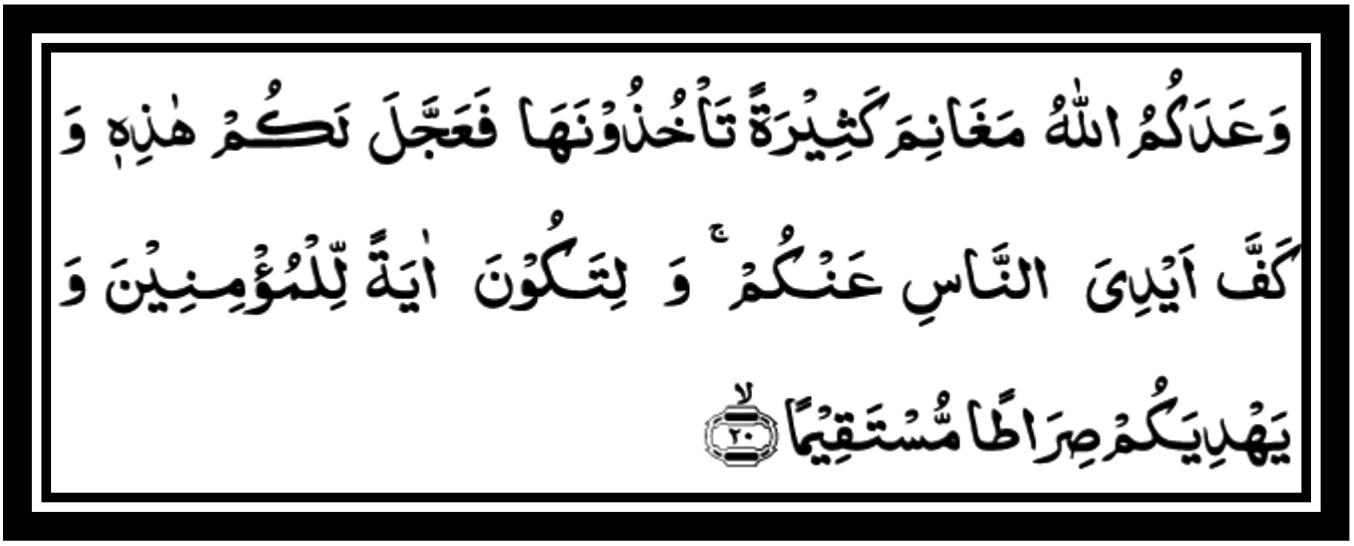
وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَ
كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَ لِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ
يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভেভা বিপুল সম্পদের জাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরাণ্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে; (সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২০)

১৫. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনফাল ৮:৬৯

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۶۹﴾

যুদ্ধে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আনফাল ৮:৬৯)

১৬. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৯

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

হে নবী ! কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। ইহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৯)

১৭. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হামিম-আস-সাজদা ৪১:২৭

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٧

আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদেরকে উহাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব। (সূরা হামিম-আস-সাজদা ৪১:২৭)

১৮. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হামিম-আস-সাজদা ৪১:২৮

ذٰلِكَ جَزَاۗءُ اَعْدَاۗءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَاۗءًۢ بِمَا
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝٢٨

জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল; সেখানে উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ। (সূরা হামিম-আস-সাজদা ৪১:২৮)

১৯. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:১১১

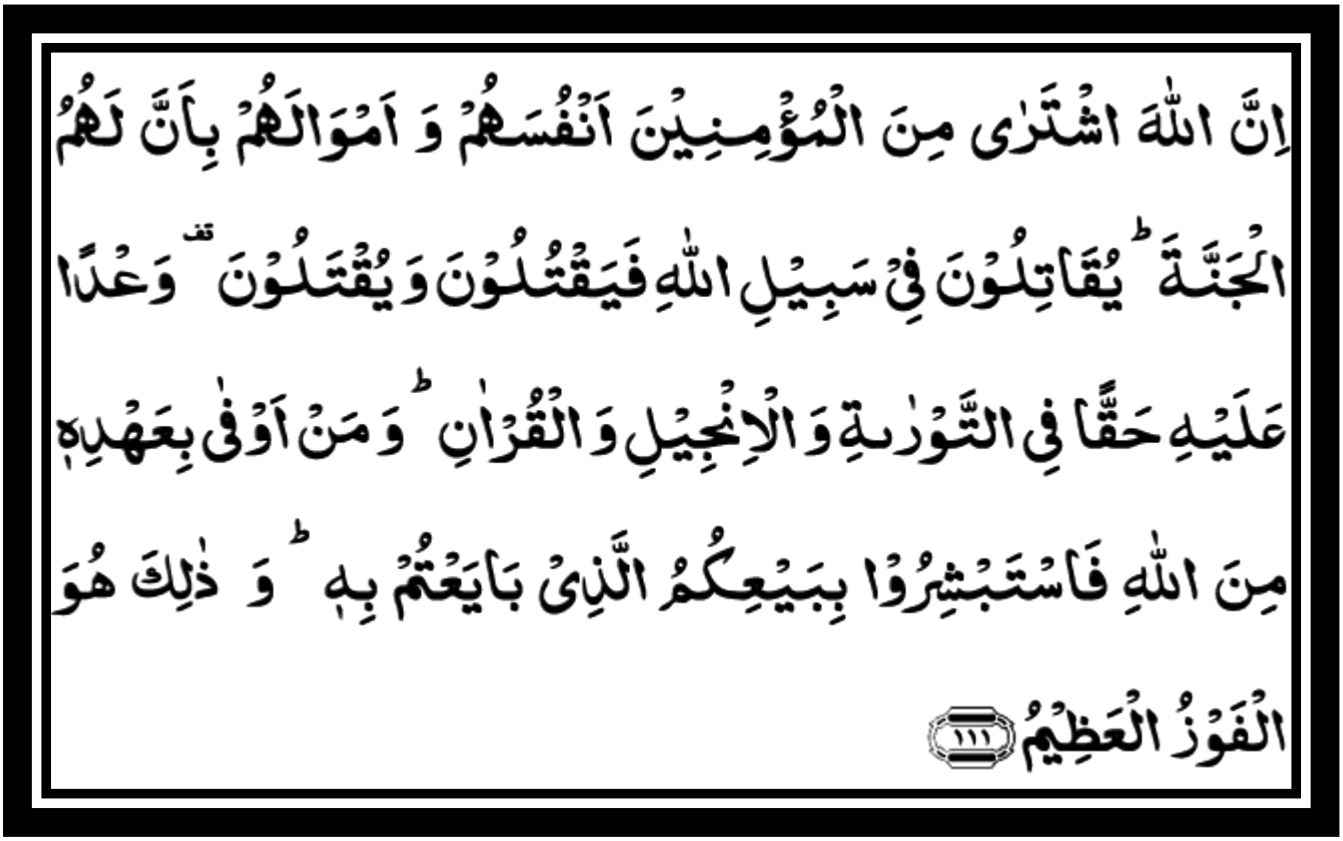
إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কোরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা সে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং উহাই তো মহাসাফল্য। (সূরা আত-তাওবা ৯:১১১)

২০. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:৯৯

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ তাহাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আত-তাওবা ৯:৯৯)

২১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনফাল ৮:৬৫

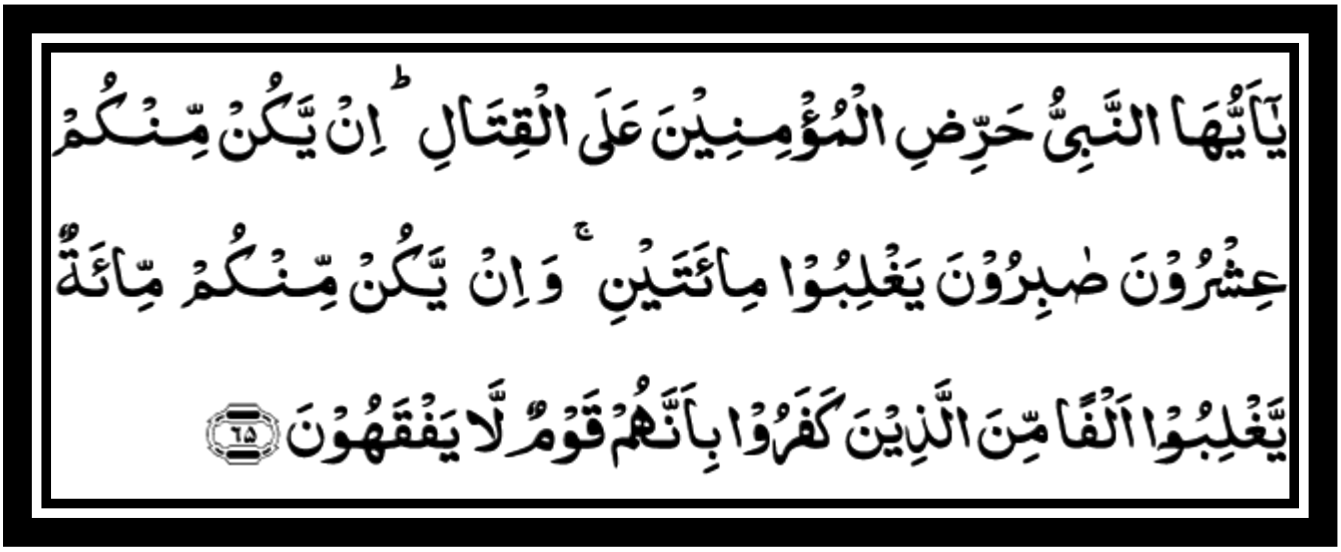
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ
عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ
يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

হে নবী ! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্ধুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুই শত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদের মধ্যে এক শত জন থাকিলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহার বোধশক্তি নাই।

২২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মায়িদা ৫:৫১

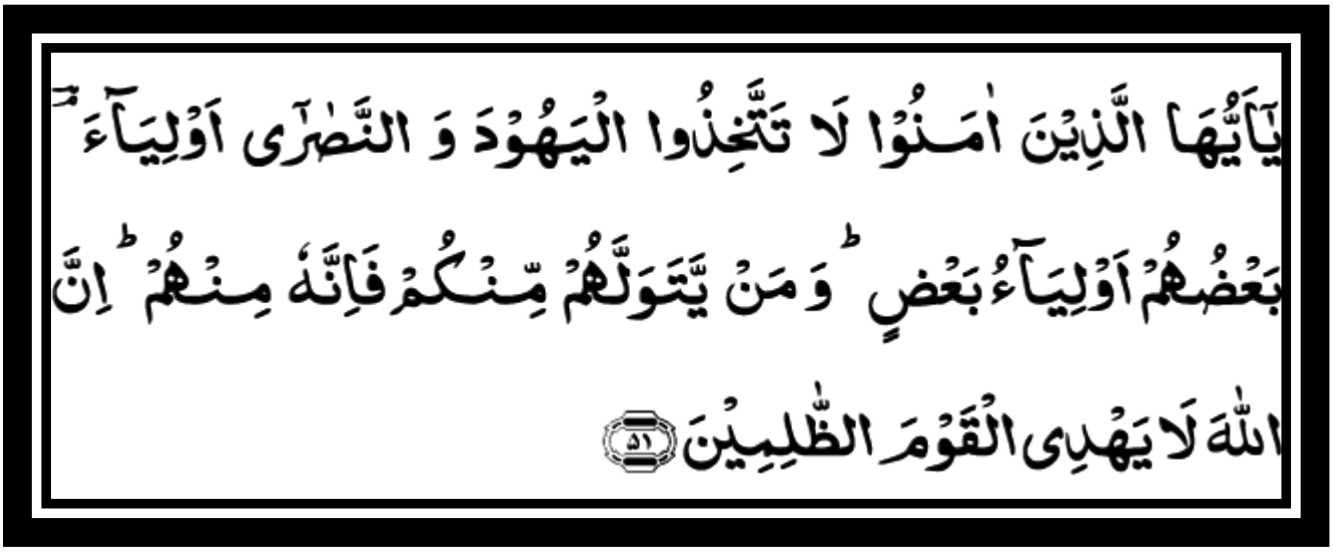
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

হে মু'মিনগন ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরি একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সমর্পদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা মায়িদা ৫:৫১)

২৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:২৯

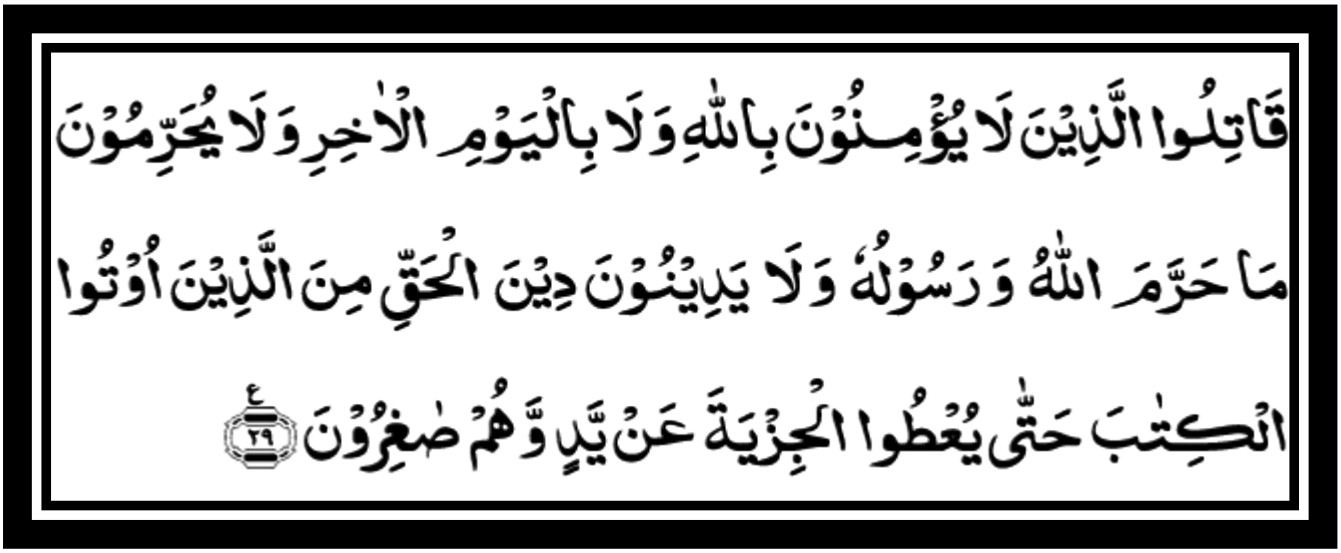
قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষদিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। (সূরা আত-তাওবা ৯:২৯)

২৪. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মায়িদা ৫:১৪

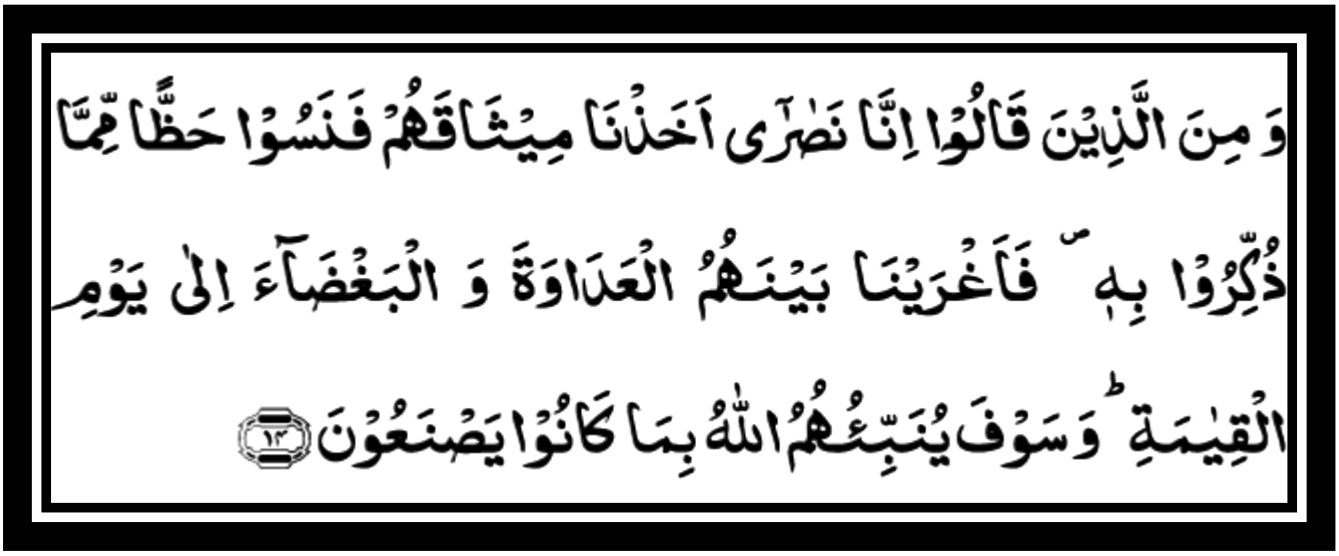
وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا
ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

যাহারা বলে, "আমরা খ্রিস্টান" তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি। তাহারা যাহা করিত আল্লাহ তাহাদেরকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন। (সূরা মায়িদা ৫:১৪)

২৫. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নিসা ৪:৮৯

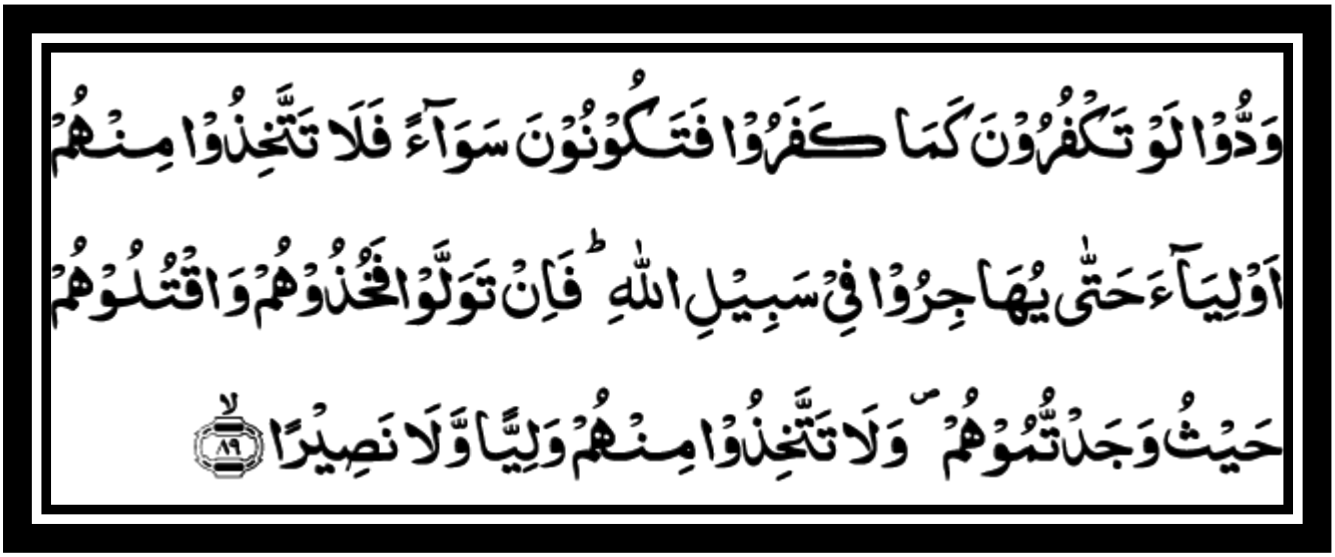
وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ﴿۸۹﴾

তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ কুফরি করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না। যদি তাহারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাহাদেরকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না। (সূরা আন-নিসা ৪:৮৯)

২৬. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তাওবা ৯:১৪

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ
يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ﴿۱۴﴾

তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন, উহাদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন। (সূরা আত-তাওবা ৯:১৪)

২৬টি দেশের ১.৯ বিলিয়ণ মুসলিম জনগোষ্ঠী এই রিট পিটিশনের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন। বিভিন্ন নিউস মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, মিটিং, মিছিল, সিম্পোজিয়াম, সেমিনারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন জানিয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে যে কারও ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসে আঘাত করার অধিকার কারও নেই। সকলকে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

http://www.quran.gov.bd/

থেকে Arabic & বাংলা তরজমা নেয়া হয়েছে।